যুগান্তর

26/7/2007

তারিখ ...
পৃষ্ঠা 4 ... কলাম 7

শিক্ষকরা বিপাকে

এই দেশের বেসরকারি শিক্ষকদের জীবন নানাবিধ অঘটন আর ঝামেলায় পূর্ণ। চাকুরিরত অবস্থায় তাহাদের যেমন পদে পদে হুজ্জতের মুখোমুখি হইতে হয়, তেমনই অবসর গ্রহণ করিবার পর তাহাদের নিজেদের এবং তাহাদের মৃত্যুর পর পোষ্যদের নানা অনিয়ম আর অবিচারের সম্মুখীন হইতে হয়। বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের ভাল-মন্দ দেখভালের জন্য একটি সমিতি রহিয়াছে। উহার আবার গালভরা নামও আছে- 'বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট'। এই ট্রাস্টের বদৌলতে কিছু শিক্ষক ও তাহাদের পরিবারের যৎকিঞ্চিৎ উপকার সাধিত হইলেও বর্তমানে নেতৃত্বের কোন্দলের কারণে কল্যাণ ট্রাস্ট হইয়া পড়িয়াছে অকল্যাণের উৎস। পরিণামে অবসরপ্রাপ্ত ও মৃত ২০ হাজার শিক্ষকের আর্থিক অনুদান লাভের বিষয়টি অনিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছে।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দরিদ্র। তাহারা যখন অবসর গ্রহণ করেন বা মারা যান তখন তাহাদের পরিবারের সদস্যরা খুবই বিপাকে পড়েন। আর্থিক অনুদান তখন তাহাদের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। অথচ স্রেফ নেতৃত্বের কোন্দল ২০ হাজার শিক্ষকের পরিবারকে এক চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত খবরে জানা যায়, নেতৃত্বের কোন্দলে দীর্ঘ সাত বৎসর বন্ধ থাকিবার পর চালু হওয়া বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট আবারও একই কারণে বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। ফলে অবসরপ্রাপ্ত ও মৃত শিক্ষক বা তাহাদের পরিবারের আর্থিক অনুদান পাইবার যে ২০ হাজারের মতো আবেদন পড়িয়া রহিয়াছে তাহার ভবিষ্যৎ লইয়া সৃষ্টি হইয়াছে অনিশ্চয়তা। এই দেশে দলীয়করণের অভিশাপে বহু কল্যাণমুখী সংগঠন ভাঙ্গিয়া যায় বা তাহাদের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। বিশেষ করিয়া এই ধরনের সংগঠনগুলিতে যখন দেশীয় রাজনীতির পঙ্কিলতা স্পর্শ করে তখন কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণের আশঙ্কাই প্রবল হইয়া ওঠে। বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টও এহেন রাজনৈতিক দলীয়করণের শিকার। দুর্ভাগ্যের বিষয় বেসরকারি শিক্ষকরাও বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত। তাহাদের পিছনে রহিয়াছে সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়া। এই কারণেই স্কুল ও কলেজ শিক্ষকদের রহিয়াছে একাধিক সংগঠন। সকলেরই ঘোষিত লক্ষ্য বেসরকারি শিক্ষক সমাজের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা হইলেও প্রায়শই নেতৃত্বের কোন্দলের ফলে লক্ষ্য অপূর্ণই থাকিয়া যায়। প্রতিপক্ষ শিক্ষক সংগঠন 'শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোট' শিক্ষা সচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া যে সকল অনিয়ম আর দলীয়করণের অভিযোগ রহিয়াছে উহার জবাবে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের সচিব ও বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসচিব ট্রাস্টের উদ্দেশ্যকে মহৎ আখ্যায়িত করেন। পত্রিকান্তরে তিনি বলেন, আমাদের ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভুলে '৯১ সালের মতো আবারও শিক্ষক-কর্মচারীদের কল্যাণধর্মী প্রতিষ্ঠানটি যেন বন্ধ না হয়। সেই ক্ষেত্রে দেশের বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীরা কোনও অবস্থায় নেতৃত্বকে ক্ষমা করিবে না। প্রতিপক্ষ শিক্ষক সংগঠনের প্রতি তিনি আহ্বান জানাইয়া বলেন, আমরা শিক্ষকদের উপকার করিতে না পারিলেও জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে যেন তাহাদের কোনও ক্ষতির কারণ না হইয়া দাঁড়াই। আমরাও এই কথাই বলিতে চাই। এমনিতেই বেসরকারি শিক্ষকরা বেতন-ভাতা ইত্যাদি বিষয়ে নানা প্রকার বৈষম্যের শিকার। তাহাদের নুন আনিতে পান্তা ফুরায়। শিক্ষকতা করিতে গিয়া যদি একজন শিক্ষককে এইরূপ অনিশ্চয়তার মধ্যে কাল কাটাইতে হয় তখন তিনি কি অধ্যাপনার প্রতি যথাযথ মনোযোগী হইতে পারেন? জবাবটি স্বভাবতই নেতিবাচক। বিভিন্ন সংগঠনের উদ্দেশ্যই যদি হয় নিজ নিজ পেশার লোকদের সার্বিক মঙ্গল সাধন তাহা হইলে রাজনৈতিক দলগুলির লেজুড়বৃত্তি বন্ধ করিয়া নিজেদের স্বার্থেই শিক্ষক নেতৃবৃন্দের এক কাতারে শামিল হওয়া উচিত। নচেৎ বিভক্তির চোরাবালিতে সকলের মহৎ উদ্দেশ্যই হারাইয়া যাইবে।